মুসাফিরের সালাতের আহকাম

আরিফুল ইসলাম

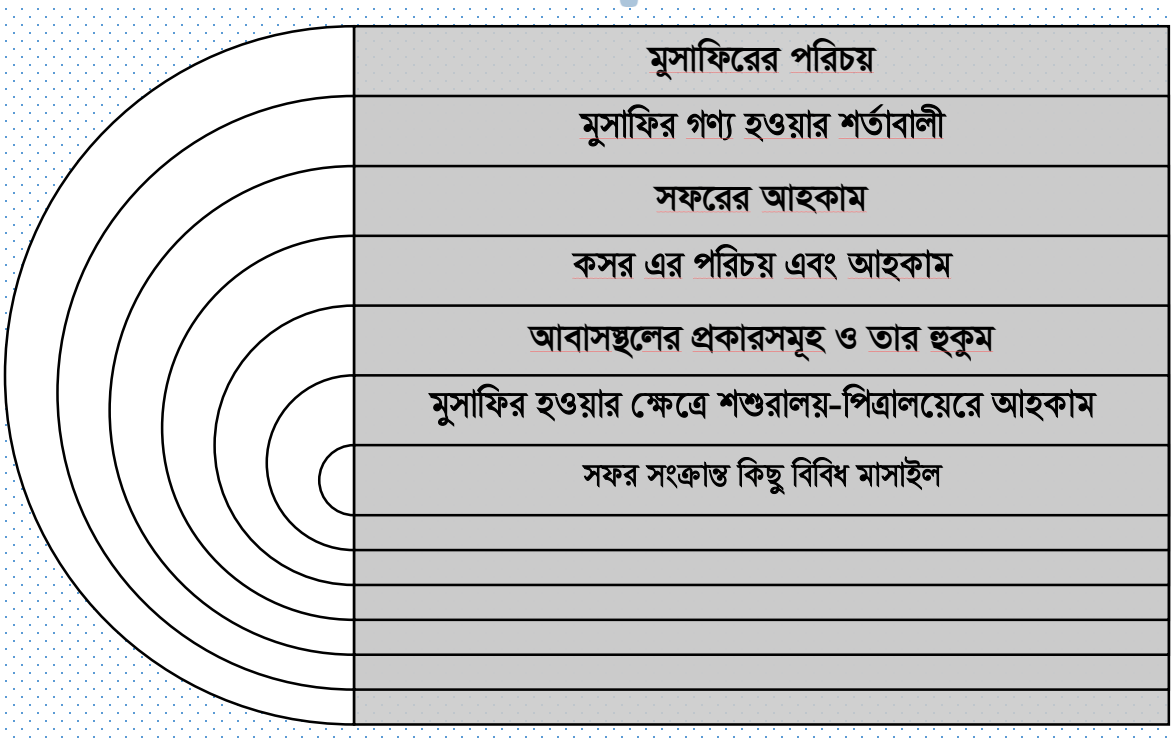

FEBRUARY 6, 2020
ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা

মুসাফিরের পরিচয়

যে ব্যক্তি ***নিম্নে ৪৮ মাইল (৭৮ কিলোমিটার) * সফর করার নিয়তে *নিজ আবাদীর লোকালয় থেকে বের হয়েছে**, তাকে শরীআতের পরিভাষায় ***মুসাফির*** বলে এবং তার এই যাত্রাকে ***সফর*** বলে। আর মুসাফির শব্দের বিপরীত শব্দ হলো ***মুকীম*** ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৯ ,আসারুস সুনান পৃ: ২৬৩ ।

মুসাফির গণ্য হওয়ার শর্তাবালী

ইসলামিক শারিআয় একজন ব্যক্তি মুসাফির গণ্য হওয়ার জন্য নিম্নের প্রতিটি শর্ত একসাথে পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

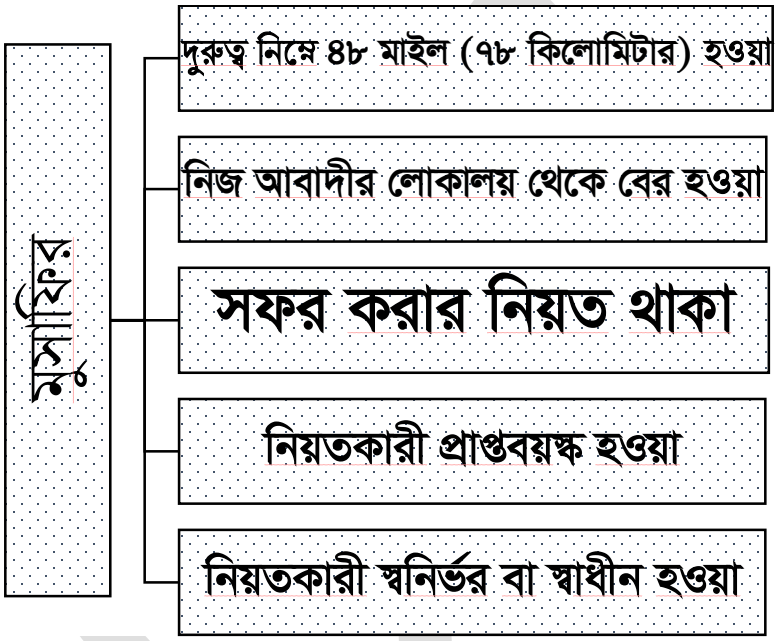

মুসাফিরের শর্তাবালী রিলেটেড কিছু মাসআলা

- ৪৮ মাইলের কম সফরের নিয়তে বের হলে মুসাফির হিসাবে গন্য হবে না।
- ৪৮ মাইল রাস্তা যত কম সময়েই অতিক্রম করা হোক না কেন (এমনকি ১০ মিনিটে অতিক্রম করা হলেও) তা অতিক্রম করার দ্বারা মুসাফির গন্য হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুরত্বই মুল। সময় বা ক্লান্তি আসা ধর্তব্য নয়।- রদ্দুল মুহতার ২/১২৩ ।
- কেউ ৪৮ মাইল সফরের নিয়তে বের হল না। অথচ নিয়ত ব্যতীত সারা দুনিয়া ঘুরে এল । সে মুসাফির হিসাবে গন্য হবে না।-রদ্দুল মুহতার ২/১২১ ।

নিজ আবাদীর লোকালয় থেকে বের হওয়া

- কেউ যখন তার নিজ আবাদীর লোকালয় থেকে (কমপক্ষে ৪৮ মাইল সফরের নিয়তে) বের হয়ে যাবে তখন থেকে সে মুসাফির গন্য হবে। অর্থাৎ *তার নিজ আবাদী থেকে বের হওয়ার পূর্বে সে মুসাফির গন্য হবে না* ।-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৯ ,আসারুস সুনান পৃ: ২৬৩
- ষ্টেশন যদি লোকালয়ের সাথে সংযুক্ত হয় তবে তা আবাদীর মধ্যে গন্য হবে। -আদ্দুরুরল মুখতার ২/৫৫৯-৬০০

- যদি কোথাও যাবার দুটি রাস্তা থাকে আর একটি সফরের দুরুত্বে হয় এবং অন্যটি তার চেয়ে কম হয় তবে সফরের দুরুত্বের রাস্তায় গেলে মুসাফির হবে। অন্যটিতে মুসাফির গন্য হবে না। মোটকথা যে রাস্তা দিয়ে গমন করবে তা ধর্তব্য হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৬

আবাদীর সীমানা

- কোন আবাদীর সীমানা হল, যখন সংযুক্ত বাড়ী-ঘরের পরে ফসলী জমি এসে যায় অথবা বাড়ী-ঘরের মাঝে ১৩৭.১৬ মিটার বা তার চেয়েও বেশী ফাকা থাকে তখন সে ঐ সংযুক্ত ঘর বাড়ীর পর থেকেই মুসাফির গন্য হবে। যদি শহর ও শহরতলী (শহরবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় স্থানসমূহ যেমন- কবর স্থান,ঘোড়দৌড় এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান) মাঝে ফসলী জমি না থাকে অথবা উভয়ের মধ্যে ১৩৭.১৬ মিটার বা তার চেয়ে বেশী ফাকা না থাকে তবে উক্ত শহরতলী অতিক্রম করার পর মুসাফির গন্য হবে। আর যদি উভয়ের মাঝে ফসলী জমি থাকে বা মধ্যবর্তি দুরুত্ব ১৩৭.১৬ মিটার বা তার চেয়ে বেশী হয় তবে উক্ত শহরতলী আবাদীর মধ্যে গন্য হবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/১২১-১২৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৭২
- শহরের চার পাশে সংযুক্ত বস্তি গুলো শহরের হুকুমে।-রদ্দুল মুহতার ২/১২১

ঢাকা শহরের সীমানা

- উত্তরে টঙ্গীব্রিজ, দক্ষিনে বাবু বাজার ব্রিজ,দক্ষিন-পূর্ব দিকে কাচপুর ব্রিজ এবং পশ্চিম দিকে গাবতলী ব্রিজ। অর্থাৎ উলেখিত ব্রিজগুলোর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা সিটির সীমানা। কেননা উল্লেখিত ব্রিজ গুলোর ভিতরের এলাকাগুলো আবাদী ও জনবসতি দ্বারা সংযুক্ত।

সফরের আহকাম

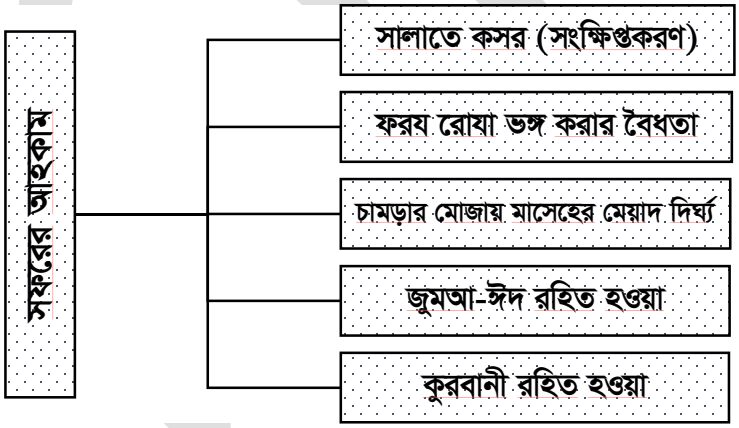

কসর এর পরিচয় এবং আহকাম

কসর আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো কম করা, কমানো, সংক্ষিপ্তকরণ। ইসলামী পরিভাষায় একজন মুসাফির ব্যক্তির উপর শরীআহ কর্তৃক চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে ২ রাকাতে যে হ্রাস করা হয়েছে; ঐ হ্রাসকরণকে ফিক্বহী পরিভাষায় কসর বলা হয়। মুসাফিরের জন্য নামাজ কসর করা ওয়াজিবারদ্দুল মুহতার ২/১২১-১২৩

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা নিসা ১০১)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) (বিদায় হজ্জের নিয়তে) মক্কা সফরের সময় মদীনায় যোহরের নামায চার রাকা'আত আদায় করেছেন। আর (সফর শুরু করে) *যুলহুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে আসরের নামায দু'রাকা'আত আদায় করেছেন।* (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত-১২৫৪)

কসর এর আহকাম

- মুসাফির যোহর,আসর ও এশায় ৪রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ নামায ২ রাকাআত করে আদায় করবে। ফজর ও মাগরিব যথা নিয়মে ২ও ৩ রাকাআত করে পড়বে। অনুরূপভাবে বেতর নামাযও তিন রাকাআত পড়বে।-রদ্দুল মুহতার ২/১২১-১২৩,ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৯
- **যদি ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করে তাহলে মুসাফির হিসেবে গন্য হবে; ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি হলে মুকিম** । তাই যে স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সফর করা হবে, সে স্থানে যদি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত হয়, তাহলে ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তার নামাজ কসর করবেন।
- আর যদি গন্তব্যস্থলে ১৫ দিনের বেশী থাকার নিয়ত হয়, তাহলে সেখানে স্বাভাবিক চার রাকায়াত নামাজই পড়বেন। শুধু যাত্রা পথে কসর করবেন।
- যদি কেহ ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়তে বের হয়ে ১৩/১৪ দিন পর দেখেন তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়নি, তিনি আবারও ১৫ দিনের কম নিয়ত করে কসর নামায পড়তে পারবেন।
- **কেউ বাড়ী থেকে কমপক্ষে ৪৮ মাইল সফরের নিয়তে বের হল। কিন্তু পথিমধ্যে কোন একটি স্থানে প্রয়োজনের কারনে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত করল। সেখান থেকে আজ যায় কাল যায় করে (টানা ১৫দিন থাকার নিয়ত ব্যতীত) কয়েক বছর থাকলেও সে মুসাফির গন্য হবে। মোটকথা যতক্ষন সে কোন একটি স্থানে টানা ১৫ থাকার নিয়ত না করবে সে মুকীম গন্য হবে না। -হিদায়া ১/১৬৬।**
- মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকিম (স্থানীয়) ইমামের পেছনে সালাত আদায় করেন, তাহলে ইমামের অনুসরণে তিনিও চার রাক'আত পড়তে হবে।
- মুসাফির ব্যক্তি ইমামতি করলে মুক্তাদিদের আগেই বলে দিতে হবে যে, তিনি মুসাফির এবং দুই রাকাত পড়ে সালাম ফেরাবেন এবং মুকিম নামাজিরা দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাক'আত একাকী পড়ে নেবেন। আদ্দুররুল মুখতার ২/৬১২ (যাকারিয়া)
- মুসাফির অবস্থায় যদি কোনো নামাজ কাজা হয়ে যায় আর তা মুকিম অবস্থায় পড়া হয়, তাহলে কসরই পড়তে হবে এবং মুকিম অবস্থায় কোনো কাজা নামাজ যদি সফরে আদায় করা হয়, তবে তা পূর্ণ নামাজই পড়তে হবে।
- সফর অবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট নামায দুই রাকাত পড়ার বিধান কেবল ফরয নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুন্নত নামাযের কসর নেই। তাই সফর অবস্থায় সুন্নত পড়লে পূর্ণ চার রাকতই পড়তে হবে। সফর অবস্থায় সুন্নত নামায পড়া-না পড়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের রা. দুই ধরনের আমলই বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় সুন্নত

পড়ার কথা এসেছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় সুন্নত না পড়ার কথাও এসেছে। তবে ফজরের সুন্নত এবং বিতির সালাতের ব্যাপারে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ-অসুস্থ, মুসাফির-মুকিম কোনো অবস্থাতেই তা ছাড়তেন না। অতএব ফজরের সুন্নত গুরুত্বের সাথেই আদায় করবে। অন্যান্য সুন্নতের ক্ষেত্রে হুকুম হল, যাত্রাপথে তাড়াহুড়ো ও ব্যস্ততার সময় সুন্নত পড়বে না। আর যদি যাত্রাপথে তাড়াহুড়ো ও ব্যস্ততা না থাকে এবং সুন্নত পড়ার অবকাশ থাকে তাহলে সম্ভব হলে পড়ে নিবে। আর গন্তব্যস্থলে নিরাপদে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে সুন্নত পড়ে নেওয়াই উত্তম। এক্ষেত্রে সুন্নত ছাড়বে না। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ৩৯৫০ জামে তিরমিযী, হাদীস ৫৫০

- ❑ মুসাফির নামায শুরু করার পর নামাযেই কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করল। সে ঐ নামায এবং পরবর্তি সকল নামায পূরো পড়বে। ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪১
- ❑ মুসাফির নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর ইকামতের (কমপক্ষে ১৫দিন থাকার) নিয়ত করল। এখন সে ঐ নামায কাজা পড়লে কসরই পড়বে। অনুরূপভাবে কোন নামায কসর পড়ার পরে ইক্বামতের নিয়ত করলে ঐ পূর্বোক্ত নামাযই যথেষ্ট হবে। তবে সামনে থেকে পূরো নামায পড়বে। হিদায়া ১/১৬৭

আবাসস্থলের প্রকার

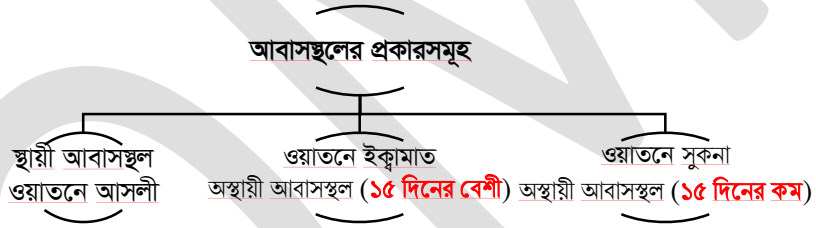

ওয়াতনে আসলীর পরিচয়- শর্ত এবং হুকুম

পরিচয়: ওয়াতনে আসলী মানুষের এমন নিজস্ব বাসস্থানকে বলে যেখানে সে জন্মগ্রহন করেছে অথবা তার পরিবার বসবাস করে অথবা যেখানে সে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত করেছে। আদ্দুররুল মুখতার ২/১৩১

শর্ত

ওয়াতনে আসলীর জন্য বাড়ী,জায়গা ও স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত জরুরী। ওয়াতনে আসলি তখনই বাতিল হয় যখন সেটাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার নিয়ত করা হয়।

ওয়াতনে আসলীর হুকুম

- ❑ ওয়াতনে আসলীতে কেউ মুসাফির হয় না। কেউ ওয়াতনে আসলীতে ১ ঘন্টার জন্য গেলেও মুকীম গন্য হবে। আর সে চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ নামায চার রাকাআতই পড়বে। কসর জায়েয নেই।-আদ্দুররুল মুখতার ২/৬১৪

রিলেটেড কিছু মাসআলা

- ❑ ওয়াতনে আসলি দ্বারা ওয়াতনে আসলি বাতিল হয় না। ওয়াতনে আসলী একাধিক হতে পরে। যেমন কেউ নতুন করে শহরে বাড়ী করল। আর পূর্ব থেকে তার গ্রামে বাড়ী রয়েছে। এখন সে যদি উভয় বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে এবং উভয়টিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত করে তবে উভয়টি তার জন্য ওয়াতনে আসলী হবে। -আল বাহরুর রায়েক ২/১৩৬। মোটকথা: ওয়াতনে আসলী নির্ধারনের ক্ষেত্রে

ব্যক্তির নিয়তই মূল। সে যদি দুটি স্থানকে ওয়াতনে আসলী বানায় এবং উভয়টিতে স্থায়ীভাবে থাকার নিয়ত করে (এখানে কিছু দিন ওখানে কিছু দিন) তবে উভয়টি তার জন্য ওয়াতনে আসলী গন্য হবে। তবে যদি দুটি ওয়াতনে আসলি কোনো একটি পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ওয়াতনে আসলি বাতিল হয়ে যাবে। -ফাতাওয়া উসমানী ১/৫৪৬

- ❑ কেউ শহরে চাকুরী করে। সেখানে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। তবে গ্রামে তার বাড়ী রয়েছে। ভবিষ্যতে সেখানে গিয়ে বসবাস করার নিয়ত করেছে । এবং মাঝে-মধ্যে গ্রামে বেড়াতে যায়। তবে তার গ্রামের বাড়ীটি তার জন্য ওয়াতনে আসলী হবে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত লোকটি গ্রামের বাড়ীটি তার নিজ বাড়ী হিসাবে বহাল না রাখে এবং পরবর্তিতে সেখানে বসবাসের নিয়ত না থাকে এবং আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেয় তবে গ্রামের বাড়ীটি তার জন্য আর ওয়াতনে আসলী থাকবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/১৩১
- ❑ কারো কোন স্থানে শুধু জমিন থাকলে এর দ্বারা তা ওয়াতনে আসলী গন্য হবে না। আদ্দুররুল মুখতার ২/১৩১

ওয়াতনে ইকামাতের পরিচয় এবং হুকুম

কেউ কমপক্ষে ৪৮ মাইল সফর করে কোন স্থানে গিয়ে কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করলে তা তার জন্য ওয়াতনে ইক্বামত হিসাবে গন্য হবে। ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত করলে ওয়াতনে ইকামত হবে না। -আল বাহরুর রায়েক ৪/৩৪১

ওয়াতনে ইক্বামতের হুকুম

ওয়াতনে ইক্বামতে মুসাফির গন্য হবে না। বরং মুকীম গন্য হবে। এবং চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ নামায চার রাকাআতই পড়বে। কসর জায়েয নেই। -আল বাহরুর রায়েক ৪/৩৪০-৩৪২

রিলেটেড কিছু মাসআলা

- ❑ ওয়াতনে ইক্বামত সফরের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ কেউ কোন স্থানে কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার পরে সেখান থেকে সফর করে (কমপক্ষে ৪৮মাইল দুরুত্ব অতিক্রম করে) চলে এলে তার ওয়াতনে ইক্বামত বাতিল হয়ে যায়। পরে কোন দিন উক্ত স্থানে পুনরায় গেলে ১৫ দিন থাকার নিয়ত ব্যতীত তা তার জন্য ওয়াতনে ইক্বামত হবে না। তবে নতুন করে আবার ১৫ দিন থাকার নিয়ত করলে তা তার জন্য ওয়াতনে ইক্বামত হবে।মারাকিল ফালাহ ১/১৮৭।
- ❑ কেউ কোন স্থানে সফর করে গিয়ে কমপক্ষে ১৫ দিন থাকল। অতঃপর তার সামানপত্র সেখানে রেখে গিয়ে উক্ত স্থান থেকে চলে গেল। এর পর সেখানে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়তে গেলেও সে মুকীম গন্য হবে। তবে তার সামানপত্র সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে কমপক্ষে ১৫ থাকার নিয়ত ব্যতীত সে উক্ত স্থনে মুকীম গন্য হবে না।-বাদায়েউস সানায়ে ১/১০৪
- ❑ বিভিন্ন চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীরা শহরে বাসা ভাড়া করে থাকে। তারা গ্রামের বাড়ীতে গেলেও বাসায় সামানপত্র রেখে যায়। কাজেই শহরে তারা মুকীম গন্য হবে। তবে এক্ষেত্রে একবার একটানা ১৫ দিন থাকা শর্ত।
- ❑ কেউ দুই স্থান মিলে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করল। তবে প্রতিদিন রাতে সে এক জায়গাতে থাকবে এবং দিনে অন্যত্র অবস্থান করবে। এমতাবস্থায় সে রাতের স্থানে মুকীম হবে এবং পুরো নামায পড়বে। কিন্তু যদি দিনের কর্মস্থল রাতের স্থান থেকে ৪৮ মাইল দুরত্বে হয় তবে দিনের স্থানে সে মুসাফির হবে

এবং কসর করবে। আর যদি উভয় স্থানের দুরত্ব কমপক্ষে ৪৮ মাইল না হয় তবে উভয় স্থানে পুরো নামায পড়বে। মোটকথা রাতে থাকার স্থান ধর্তব্য হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৬০৭ (যাকারিয়া)

- ❑ অনেকে চাকুরী বা ব্যবসার খাতিরে শহরে বা অন্য কোন স্থানে অবস্থান করে। যদি কোন একটি স্থানে একটানা ১৫দিন বা তার বেশী থাকে তবে সে মুকীম হবে এবং পূরো নামায পড়বে। আর যদি উক্ত স্থানে কখনো ১৫দিন না থাকা হয় বরং ৮/১০দিন থেকেই সর্বদা বাড়ী চলে আসে তবে উক্ত স্থান বাড়ী থেকে সফরের দুরুত্ব হলে কসর করতে থাকবে। টানা ১৫দিন থাকার নিয়ত ব্যতীত মুকীম গন্য হবে না।-আল-বাহরুর রায়েক ৪/৩৪১।

শশুরালয় কিংবা পিত্রালয় কী ওয়াতনে আসলী?

শশুরালয়ের হুকুম

সাধারণত তিন কারণে ওয়াতনে আসলি প্রমাণিত হয়। (১) জন্মস্থান (২) অথবা এমন কোনো স্থান যেখানে স্বপরিবারে বসবাস করার জন্য নির্ধারণ করা হয়। (৩) শশুরালয় যদি সেখানে স্ত্রী বসবাস করে। তবে শশুরালয় শুধু বিবাহ করলেই তার ওয়াতনে আসলি হিসেবে গণ্য হবে না। বরং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত করতে হবে। (ফাতহুল কাদির: ২/১৬) কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ও বিদায় হজের দিন কসর পড়তেন না। কেননা সেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই স্ত্রী সাওদা (রা.) ও মাইমুনা (রা.) এর পিত্রালয় ছিল। অথচ সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কসর পড়েছেন। (ইমদাদুল আহকাম: ১/৬০৪)

- ❑ তাই বিবাহের পর স্ত্রীকে শশুরালয়ে না রেখে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসলে স্ত্রীর পিত্রালয় স্বামীর জন্য ওয়াতনে আসলি গণ্য হবে না। স্বামী সেখানে গেলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। এবং সালাত কসর করবে।
- ❑ আর যদি স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে বসবাসের নিয়তে রাখে তাহলে স্ত্রীর পিত্রালয় স্বামীর জন্য ওয়াতনে আসলি হিসেবে গণ্য হবে। এবং পূর্ণ সালাত পড়তে হবে। (ইমদাদুল আহকাম: ১/৬০৫)

পিত্রালয়ের হুকুম

- ❑ স্ত্রীর জন্য তার বাপের বাড়ি জন্মসূত্রে ওয়াতনে আসলি। এবং নতুন যে বাড়িতে সে বসবাসের জন্য উঠবে সে বাড়িও তার ওয়াতনে আসলি। আর আমরা জেনেছি, যে এক ওয়াতনে আসলি দ্বারা নিয়ত ব্যতিরেখে আরেকটি ওয়াতনে আসলি বাতিল হয় না। তাছাড়া আমাদের সোসাইটিতে সাধারণত কোনো নারী পিত্রালয়কে পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ করে না। বরং পিত্রালয়কেই তার আসল বাড়ি মনে করে। এ জন্যই কোনো কারণে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোন টানাপোড়ন এজাতীয় কোন অঘটন ঘটে (আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন) তাহলে তাদেরকে পিত্রালয়ে আসতে দেখা যায়। আমাদের সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী স্ত্রীর পিত্রালয়কেই তার আসল বাড়ি গণ্য করা হয়। এই সামাজিক রীতি-নীতিকে শরিয়তের পরিভাষায় উরফ বলা হয়। উরফ ও শরিয়তের একটি দলীল। এ বিষয়ে আল্লামা শামি (রহ.) বলেন, উরফ ও আদাত

তথা প্রচলিত রীতি-নীতি শরিয়তে গ্রহণযোগ্য, যদি তা শরিয়ত পরিপন্থী না হয়। এর ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য মাসআলা প্রণীত হয়। এ জন্যই শরিয়তবিদগণ উরফ ও আদাতকে একটি মূলনীতি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। (শরহে উকুদে রসমিল মুফতি: ৩৭) এছাড়াও বহু ফিকহের কিতাবে স্ত্রীর পিত্রালয়কে স্ত্রীর ওয়াতনে আসলি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাই স্বামীর বাড়ী থেকে পিত্রালয়ে গেলে আর তা যদি মুসাফির হওয়ার সব শর্ত পাওয়া যায় তখন সে মহিলা সেখানে মুকিম ই থাকবে। পূর্ণ সালাত পড়তে হবে। (ফাতহুল কাদির: ২/১৬)

- তবে যদি মহিলা তার শ্বশুরবাড়িকেই স্থায়ীভাবে ওয়াতলে আসলী তথা মূল বাড়ি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। আর জন্মসূত্রে ওয়াতনে আসলী বাবার বাড়ীকে পরিত্যাগ করেন। তাহলে এমতাবস্থায় পিতার বাড়িতে বেড়াতে এলে পনের দিনের কম থাকার নিয়ত করলে তিনি মুসাফির হবেন। তাই তার কসরই পড়তে হবে। ফাতাওয়া দারুল উলুম জাকারিয়া-২/৫১৪, ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ-৪/৪৮৩

সফর সংক্রান্ত কিছু বিবিধ মাসাইল

রেলগাড়ী বা পানির জাহাজে চাকুরীজীবীর নামায

- যারা কোন গাড়ী বা জাহাজে চাকুরী করে এবং নিজের বসস্থান থেকে সফরের দুরুত্বে ভ্রমন করতে থাকে তারা সর্বাবস্থায় নামায কসর করবে। কেননা জাহাজে ইক্বামতের নিয়ত করলেও তা সহীহ হয় না। তবে যদি কোন জাহাজ বা নৌযান শহর বা উপশহরের কিনারাই ১৫দিন বা তদাপেক্ষা বেশী থাকার নিয়তে ভিড়ানো থাকে তবে তাতে অবস্থানকারী এর দ্বারা মুকীম গন্য হবে। এবং পূরো নামায পড়বে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া।১/১৩৯, বাদায়েউস সানায়ে ১/৯৮।

অনুগামীদের সফরের নামায

- স্ত্রী ; স্বামীর সাথে সফরে গেল। স্বামী যত দিন সফরে থাকবে সেও থাকবে। এক্ষেত্রে স্বামী যদি কোথাও ১৫ দিন থাকার নিয়ত করে তবে স্বামী মুকীম হওয়ার কারনে স্ত্রীও মুকীম বলে গন্য হবে এবং পূরো নামায পড়বে। ১৫দিনের কম নিয়ত করলে কসর করবে। অনুরূপ ভাবে কামান্ডার বা লিডালের ১৫ দিনের নিয়ত দ্বারা তার অধিনস্তও মুকীম হবে। -আদ্দ. মুখতার ২/৬১৬

নারীদের জন্য মাহরাম ছাড়া সফরের বিধান

- ইসলাম নারীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা ওয়াজিব করে দিয়েছে; যাতে করে মাহরাম পুরুষ নারীকে দুশ্চরিত্র ও হীন-উদ্দেশ্য চরিতার্থকারী লোকদের থেকে নিরাপদ রাখতে পারে এবং সফরে নারীর দুর্বলতায় তাকে সহযোগিতা করতে পারে। তাই মাহরাম ছাড়া কোন নারীর সফর করা জায়েয নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন -

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ " اخْرُجْ مَعَهَ

"অবশ্যই অবশ্যই কোন নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো অমুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছি। আমার স্ত্রী হজ্জ করার জন্য বেরিয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।"[সহিহ বুখারী (ফাতহুল বারী ৩০০৬)]

উক্ত হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, মাহরাম ব্যতীত সফর করতে না পারার এই হুকুম সকল প্রকার সফরের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য; এমনকি হজ্জের সফরের ক্ষেত্রেও। উপরোক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই লোককে জিহাদ বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ সে লোক কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছিল এবং তার স্ত্রীর সফরটা ছিল হজ্জের মত নেককাজ ও সওয়াবের কাজের সফর; কোন বিনোদন ভ্রমণ বা সন্দেহপূর্ণ ভ্রমণ নয়। তা সত্ত্বেও তিনি তাকে তার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং যারা (ইউনিভার্সিটির) হোস্টেল থাকেন তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ হল, তার মাহরাম তাকে হোস্টেল পৌঁছে দেবেন। আবার যখন ফেরার প্রয়োজন পড়বে, তখন মাহরামের সঙ্গে তিনি সফর করবেন। কিন্তু মাহরাম ছাড়া সফর করার অনুমতি শরিয়তে কোনভাবেই দেয় না। আর শরিয়তের বিধান মানার মাঝেই রয়েছে কল্যাণ ও নিরাপত্তা। তবে সফর কমপক্ষে ৪৮ মাইলের চেয়ে কম হলে মহিলাগণ পর্দার সাথে একা একা সফর করতে পারবেন। এর চেয়ে বেশি হলে স্বামী বা মাহরাম ছাড়া কারো সাথে বা একা সফর করা জায়েজ নয়। {আহসানুল ফাতওয়া-৪/৯৫}